কাগুজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য রক্ষনাগার

২০০৪ সালে মেহেরপুরের নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামে স্থাপিত ‘মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ প্রতিষ্ঠানটি কাগজে কলমে চালু আছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৫ জন শিক্ষক ৬ জন কর্মচারী এবং শতাধিক শিক্ষার্থীও আছে কাগজে কলমে।

প্রতিষ্ঠানটিতে বজলুর রহমান নামের একজন শ্রমজীবী বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া পতাকা উত্তোলন করে মাঠে কাজে যান। কাজ থেকে ফিরে আসার সময় দুপুরে পতাকা নামিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটিতে কোন কর্মচারী ও কোন শিক্ষার্থী নাই। প্রতিষ্ঠানটিকে এলাকার মানুষ মাঠে উৎপাদিত আলু পেঁয়াজ সংরক্ষণ করেন। জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাও জানেন না প্রতিষ্ঠানটি কাগজে কলমে থাকলেও সেখানে কোন শিক্ষক শিক্ষার্থী না থাকার বিষয়টি।

গত শনিবার সরেজমিনে গিয়ে বিদ্যলিয়টির বারান্দায় প্রায় ১শ বস্তা আলু রাখা দেখা যায়। মাঠে কর্মরত লোকজন জানান- জেলা শহরের জামাল হোসেন নামের একজন আলু ব্যবসায়ী কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনে হিমঘরে রাখার জন্য বিদ্যালয়টির বারান্দা ও ঘরে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। বিদ্যালয় চত্বর বিভিন্ন ধরণের গাছ-পালাতে ঝোপ-ঝাড়ে পরিণত হওয়া দেখা যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামের একজন বলেন-প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিকভাবে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। বিএনপির শাসনামলের ওই সময় বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত না হওয়াতে দায়ীত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিষ্ঠানমুখো হওয়া বন্ধ করে দেন। গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর ফের বিদ্যালয়টি চালু করার উদ্যোগ নেয়া হলেও কোন শিক্ষার্থী না পাওয়াতে কোন শিক্ষকও আর এমুখো হন না। কলেজ চত্বর থেকে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ রায়হান মুজিবের নম্বরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তার অবস্থান জানতে চাইলে বলেন- কলেজেই আছেন। আমরাও কলেজে জানালে তিনি বলেন বিশেষ প্রয়োজনে জেলা শহরে আছেন।

পরে স্বীকার করেন কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২৭ জন শিক্ষার্থী আছে। এমপিওভুক্ত না হওয়া ও শিক্ষার্থী সংকটে কাগজে

কলমে চালু রাখা হয়েছে। খোজ নিয়ে জানাগেছে, এই অধ্যক্ষ মেহেরপুর জেলা শহরে কাপড়ের ব্যবসা করেন।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস মো. হযরত আলী বলেছেন “মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ প্রতিষ্ঠানটির চালু আছে বলে দাবি করেন। তবে একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ‘বদরুণ নাহার টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ বন্ধ হয়েগেছে।

“মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’ শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও যেহেতু এখনো ইআইআইএন নম্বর আছে, মানে বোর্ডের অনুমোদন বাতিল হয়নি। তাই প্রতিষ্ঠানটিকে কাগজপত্রে এখনো বন্ধের তালিকাভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম নেই।

এই কর্মকর্তা আরও জানান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এমপিওভুক্তির আমায়। কিন্তু দির্ঘদিনেও যখন তা হয় না, তখন অনেকেই হাল ছেড়ে দেন। অবার যথাযথ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা না করেই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তেমন শিক্ষার্থী পায় না।

মেহেরপুরে তিন ব্যবসায়ীর নিকট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে অনুমোদন বিহীন কেক, বিস্কুট প্যাকেটজাত করে বিক্রিসহ বিভিন্ন অপরাধে ৩ ব্যবসায়ীর ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর টিম মেহেরপুর শহরের বড় বাজার গিয়াস মিষ্টান্ন ভান্ডার, হোটেল বাজার আদি বোম্বে এবং নিউ বেঙ্গল বেকারীতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট আবির আনসারীর নেতৃত্বে গিয়াস মিষ্টান্ন ভান্ডারে দই-এ মোড়ক জাতকরণ নিবন্ধন গ্রহণ না করে বিক্রি করার অপরাধে ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন ২০১৮ এর ২৪(১) ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় একই আইনের ৪১ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

একই দিনে ছোট বাজারে নিউ বোম্বে বিএসটিআই লাইসেন্স গ্রহণ না করাই ৪১ ধারায় ৫ হাজার টাকা এবং নিউ বেঙ্গল বেকারিতে বিএসটিআয় থেকে লাইসেন্স গ্রহণ না করে কেক, ব্রেড বিস্কুট পণ্যের উৎপাদন করার অপরাধে ২৭ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় বিএসটিআইয়ের পরিদর্শক সুমন কুমার পাল, সুপারভাইজার দীপঙ্কর কুমার দত্তসহ, পুলিশের একটি বিশেষ দল উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নে বিএনপি’র কর্মী সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ২৯ই এপ্রিল বিকেল পাঁচটার সময় সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে এ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ আগামী দিনের আন্দোলন-সংগ্রামে কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি দলীয় সাংগঠনিক অবকাঠামোকে আরও সুসংহত করার ব্যাপারে দিকনির্দেশনাও প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন এর সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান সাতু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, রাকিবুল ইসলাম সজল, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, পৌরসভা ১নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি মোশিউল আলম দ্বীপু, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, নাহিদ, জনিসহ শ্যামপুর ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামপুর ইউনিয়ন ৯নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলনে নতুন কমিটির সভাপতি সাহিরুল ইসলাম নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে বলে জানানো হয়।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে আটক-৩ চাঁদাবাজ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সদস্যরা মেহেরপুর কোর্ট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ০৩ চাঁদাবাজকে আটক করেন।

আটককৃত ০৩ চাঁদাবাজ হলেন – মীর জনি ও মীর মিলন, পিতা-আমিনুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর শহরের ০৮ নম্বর ওয়ার্ড ভূমি অফিস পাড়া। ফখরুল ইসলাম, পিতা-আব্দুর রশিদ, ঘোষপাড়া ০১ নম্বর ওয়ার্ড, মেহেরপুর পৌরসভা। আটককৃত ০৩ চাঁদাবাজকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আসামীদেরকে মেহেরপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আরো জানা গেছে যে, আটককৃত ০৩ চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। ০১টি চাঁদাবাজি মামলা ও ০৩টি মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে মীর জনির বিরুদ্ধে, ০৪টি চাঁদাবাজির মামলা ও ০১টি মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এবং ০৩টি মাদক সংক্রান্ত মামলা, ০৫টি চাঁদাবাজির মামলা ও ০১টি নারী নির্যাতন মামলা রয়েছে মীর মিলনের বিরুদ্ধে।

মেহেরপুর পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে তাদের চাঁদাবাজিতে মেহেরপুর পৌরবাসী অতিষ্ঠ। মানুষের সাথে জোরপূর্বক টাকা আদায় করে বলে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে অভিভাবক সমাবেশের দ্বিতীয় দিনে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সংকট ও তা উত্তরণের উপায় নিয়ে কথা বলেছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন।

তিনি বলেন, “প্রাইভেট-টিউশন ও কোচিং নির্ভরতা, অভিভাবকদের পরিচর্যা ও তদারকির অভাব, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অনুপস্থিতি, প্রযুক্তি আসক্তি এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বই পাঠে অনীহা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীর সংকটে ফেলেছে।”

তিনি আরও বলেন, “শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান অস্থির সময়ে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে অভিভাবকদের আরও সক্রিয় হতে হবে।”

অভিভাবক সমাবেশের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক আবদুল হামিদ, সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, মিরাজ উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক তবিবুর রহমান, প্রভাষক রূপালী বিশ্বাস, ইকরামুল হাসান, শামীমা খাতুন এবং খাইরুল ইসলাম।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নাসির উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অভিভাবকরাও বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। তারা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পদ্ধতি, তদারকি ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন।
অংশগ্রহণকারী অভিভাবকদের মধ্যে ছিলেন বায়েজিদ বোস্তামি, আতিয়ার রহমান, অচিন্ত্য সরকার, রেজাউল করিম রেজা, ওয়াহেদ মুরাদ, শামসুল আলম, সাহারুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম ও অনন্যা আক্তার পান্না।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিষ্ঠানে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও ভোক্তাদেরকে প্রতারিত করে পণ্য বিক্রির দায়ে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ও গাংনী পৌরশহরে অধিদপ্তরের মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক মো: মামুনুল হাসান এ অভিযান পরিচালনা করেন।

দণ্ডিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দু’টি হলো- বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মেসার্স মিজান ব্রাদার্সের মালিক রুবেলকে ১৫ হাজার টাকা এবং গাংনী পৌর শহরের মেসার্স আকমল স্টোর এ্যান্ড গিফট কর্নারের মালিক আকমল হোসেনের নিকট থেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনীর বাঁশবাড়িয়া গ্রাম ও গাংনী বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনাকালে দুটি প্রতিষ্ঠানকে নকল গনি গুল বিক্রিসহ বেশকিছু কসমেটিক্স পণ্যের তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স মিজান ব্রাদার্স নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর নকল গনি গুল ও কোম্পানির নাম বিহীন শিশু খাদ্য পণ্য জব্দ করা হয়।

আকমল কসমেটিক্সে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষিত তালিকার ১৭ টির মধ্যে প্রায় ১৩ টি পণ্য পাওয়া গেছে। ওই অপরাধে প্রতিষ্ঠান দু’টিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সাথে প্রতিষ্ঠান দু’টিকে মনিটরিং করে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়। সে সাথে আগামী দুই দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত মালামাল দোকান থেকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশনা দেওয়া হয়। তিন বছর যাবত শিশু খাদ্য বিক্রি করলেও নেই কোন বৈধ কাগজপত্র। আগামী বুধবারের মধ্যেই শিশু খাদ্য বিক্রির আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে মেহেরপুরের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারি কর্মকর্তা মশিউর রহমান এবং জেলা পুলিশের একটি টিম অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

[redacted]

[redacted]

অভিভাবক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, মিরাজ উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক সাদিয়া ইসলাম, প্রভাষক রূপালী বিশ্বাস, ইকরামুল হাসান, খাইরুল ইসলাম, মেহেদী হাসান প্রমুখ।

কমিউনিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন, কলেজ পরিচালনায় অভিভাবকদের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে কলেজ মিলনায়তনে এ অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অভিভাবকদের মধ্যে তৌহিদ মুর্শেদ অতুল, দাউদ আলী, ফরহাদুর রেজা, হালিমা খাতুন, শাহনাজ আকতার, জহিরুল ইসলাম, সুধারাণী রায়, আবদুল মাবুদ নান্নু, জয়া সরকার, সাহাজুল ইসলামসহ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আইনের সমান আশ্রয় লাভ করবে-জেলা জজ

মেহেরপুর জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান এবং জেলা ও দায়রা জজ (ভারপ্রাপ্ত) নূর নবী বলেছেন, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আইনের সমান আশ্রয় লাভ করবে এবং ন্যায়বিচার সহজলভ্য হবে। তিনি বলেন, আইনগত সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য ন্যায়বিচারের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই ২০০০ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন প্রণয়ন করা হয় এবং এর আলোকে বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

সোমবার সকালে জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নূর নবী আরও বলেন, “বিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে মেহেরপুর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিতভাবে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম

পরিচালিত হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য বিনামূল্যে মামলা দায়ের, মামলা পরিচালনা, পরামর্শ প্রদানসহ নানামুখী সেবা দেয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে বিচারক, আইনজীবী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সচেতন নাগরিকদের সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আমরা চাই, ন্যায়বিচারে যেন কারও বিঘ্ন না ঘটে এবং আর্থিক দৈন্যতা যেন কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে। ন্যায়বিচারে সহজ প্রবেশ এবং ন্যায্যতায় সমান সুযোগ তৈরিতে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করবো। এতে করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।”

জেলা লিগাল এইড অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ মাসুদ রানার সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক তহিদুল ইসলাম, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিফাত মেহনাজ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিলুর রহমান খান, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শাহজাহান আলী, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন এবং পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক টোটন।

আলোচনা সভার আগে এক বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়। র্যালিতে জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনজীবী, শিক্ষার্থী ও সুধীজন অংশগ্রহণ করেন। ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে তারা আইনি সহায়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা ছড়িয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে লিগ্যাল এইড আইনজীবী প্যানেলের সেরা আইনজীবী নির্বাচিত হওয়ায় রুতশোভা মণ্ডলকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

এবার দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল “দ্বন্দ্বে কোন আনন্দ নাই, আপস কর ভাই; লিগ্যাল এইড আশেপাশে, কোন চিন্তা নাই।”